মঞ্জুষ দাশগুপ্ত (১৯৪২-২০০৩)

তারাপদ আচার্য

বড় অসময়ে মঞ্জুষকে চলে যেতে হল। যে কবিতাসৃষ্টির কাজে তিনি আজীবন মগ্ন ছিলেন, তার অনেকখানি অসমাপ্ত রইল। এক অর্থে অবশ্য পৃথিবীর কোনও সৃজনশীল মানুষের সব কিছু সমাপন করা হয় না। অনেক কিছুই অসমাপ্ত থেকে যায়। এ নিয়ে আফ্‌সোস করার নেই। মানুষের জীবনে কখন যে ঘনিয়ে আসবে মৃত্যু, তা কেউ বলতে পারে না। মঞ্জুষ তাঁর ষাট বছর বয়সের মধে যে সাহিত্য রচনা করেছেন, তা নিছক সামান্য নয়। তথ্যের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে তাঁর পদ্য ও গদ্যগ্রন্থের সংখ্যা সাঁইত্রিশ। তাঁর সমগ্র কবিতা দুটি বৃহৎ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংকলন বা সংগ্রহটি তিনি দেখে যেতে পারেননি। ১৯ জানুয়ারি ২০০৩-এ তাঁর জীবনাবসান। এর সামান্য কয়েকদিন পরে বইমেলায় প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতাসংগ্রহ ২। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে ডিসেম্বর ২০০২-এ। বইটির নাম 'এই যে পুরবীকথা বলো'। এই কবিতার বই তিনি দেখে গেছেন এবং নিজের হাতে উপহারও দিয়ে গেছেন অনেককে।

মঞ্জুষের জন্ম ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪২। অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম তাঁর জন্মস্থান। ফলে, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর, সে অভিজ্ঞতা আরও প্রসারণ লাভ করে শিক্ষকতায় ও সরকারি চাকরি জীবনে। তিনি সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়েও তাঁকে আসতে হয়েছে। মিশেছেন অসংখ্য ভিন্নচির মানুষের সঙ্গে। এই সবকিছুই তঁকে সাহায্য করেছে, সাহায্য করেছে নানা বয়সের বন্ধুদের ঔদার্য ও সংকীর্ণতা, সব মিলিয়ে পূর্ণ হয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতার ভান্ডার। যে কোনও সচেতন কবিতাপাঠকের কাছে সহজেই ধরা পড়ে এসব।

ভালোবাসা এক নারীর ভিতরে নদী
এত বাঁক তার এত রহস্য কুয়াশায় মাখামাখি
তবু তাকে বোঝা জলের মতনই সোজা
খুব জুর হলে উদ্বেগ নিয়ে বিষন্ন ঢেউ যদি
তোমার কপালে জলপটি দেয় সেই নারী সেই নদী
(ভালো আছো ভালোবাসা, ১৯৯৮)

আরও অল্প বয়সের লেখায় খুঁজে পাওয়া যায় অভিজ্ঞতার বিচিত্র নির্যাস। সেসব কবিতা মূলত রোমান্টিক। যদি বলা যায় মঞ্জুষের কবিতার প্রধান উপজীব্য প্রেম, তাহলে বোধহয় ভুল হয় না। তাঁর প্রেমের কবিতায় যে-সব প্রতিমার দেখা মেলে, সে সবই দুঃখ-বেদনা ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সমাহার। বস্তুত, জীবন মানে তো এ সবেরই টানাপোড়েন। একেবারে কুড়ি বছর বয়সের লেখায় এই কবি-জীবন আরম্ভের বীজ ঃ

জেনেছি সকলি যায়-- কালের গীটার
শুনিয়েছে বারে বারে আবৃত্ত ঝংকার
সুতরাং কুয়াশায় শেষ হলে মিলিত প্রহর
তখন দেখব বেশ --- হিমা নাম্নী নারীর শহর।
কখন কি হবে ভেবে বিষণ্ণতা মৈত্রী পায় যদি
জন্ম ক্ষণে তবে মৃত্যু --- পারবে না যেতে নদী সমুদ্র অবধি।
(প্রথম দিনের সূর্য, ১৯৬২)

আরো দশ বছর পর ১৯৭৩-এ মঞ্জুষ লিখেছেন ঃ

একটি দাণ শব্দ পৃথিবীকে সবচেয়ে বড়ো বিস্ফোরণ
দূরতম অন্তরীক্ষ চকিতে দেখাবে
গোপন থাকবে না কিছু --- নির্বাস প্রান্তর হবে তোমার হৃদয়।
একটি বিখ্যাত শব্দ প্রেমিকার সমস্ত কথাকে
স্তব্ধ করে দেবে ---
ক্রমে তার মুখ হবে গোধূলির আশর্চ্য আকাশ।
রক্তকরবী ডালে আরো বেশি রক্তের জোয়ার।
সমাদৃত সেই শব্দ স্মৃতি হবে কিছুকাল পরে।
(অন্য বনভূমি, ১৯৭৩)

মঞ্জুষ এখানে 'একটি বিখ্যাত শব্দ' বলতে অবশ্য প্রেমিকের কিছু উচ্চারণের কথা বলেছেন, সে উচ্চারণ এই অর্থে 'সমাদৃত' হবে এবং 'স্মৃতি' হবে যে, তাঁর সেই অকৃত্রিম সহজ কথায় প্রেমিকার 'মুখ হবে গোধূলির আশর্চ্য আকাশ'।

এই ছোটো নিবন্ধে শুধু এইটুকুই বলে রাখি যে মঞ্জুষের কবিতায় দীর্ঘকাল জুড়ে নারী-প্রেমই ছিল প্রধান উপজীব্য। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, অন্য ধরনের কবিতা তিনি লেখেন নি। লিখেছেন, আর সেসব কবিতায় আছে জগৎ ও জীবনের অন্যতর কথা---

ঠান্ডা এক নীল আলো নিষ্ঠুর আঙুলে ছিঁড়ে ফেলে
একগাদা কালো কালো ভয়ঙ্কর পাখির পালক
ঈশ্বরেরা ফুটবল খেলতে হঠাৎ পাঠান
স্বর্গের বাইরে লাল বল, আর তখনি আকাশে
সূর্য দিব্যি চমকে ওঠে সমুদ্রের নাকের উপরে —
এই সব দৃশ্যগুলি দেখে নেয় বিস্মিত বালক।

(স্বর্গ থেকে টেলিফোন, ১৯৮৩)

আলোচ্য কবির সমগ্র কবিতার বেশিরভাগ জুড়ে আছে নারীপ্রেম। আর, শেষের দিকে আছে মৃত্যুর কথা। অবশ্য নারীপ্রেম বলতে নিছক পৃথিবীর রক্তমাংসের নারী নয়। বলা যেতে পারে নারীপ্রেমের আধারে তিনি ঋিকে দেখেছেন। আবার, শেষের দিকের কবিতায় আছে মৃত্যুর অজস্র অনুষঙ্গ। যেন মৃত্যুর আবেষ্টনীতে তিনি দেখেছেন জীবনকে, জগৎকে, নারীকে, প্রকৃতিকে।

নারীর প্রেক্ষাপটে জীবনকে নানাভাবে বিম্বিত করেছেন। এ নিয়ে অবশ্য দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ রইল। শারীরিকভাবে সক্ষম হলে এবং মঞ্জুষের গ্রন্থিত অগ্রন্থিত সমস্ত লেখাপত্র হাতে পেলে একদিন সে চেষ্টা করা সম্ভব হবে।

এই কবি অবশ্য সাম্প্রতিক ইতিহাস-ঘটনা নিয়ে তেমন কিছু লেখেননি। সে একটা অন্যদিক। যাকে বলে ইতিহাস চেতনা, তা খুব অল্পই আছে তাঁর লেখায়। তবে সময় বা কাল-চেতনায় তিনি আচ্ছন্ন থাকেন তাঁর মতো করে

(১) চাঁদ ঘুরে যায় — পৃথিবী কেন্দ্রে থাকে
পৃথিবীকে করে সূর্য পরিক্রমা
ভেবো না নিয়ত তোমারি চতুর্দিকে
আমি ঘুরে যাব প্রতিদিন প্রিয়তমা।
(স্বর্গ থেকে টেলিফোন ১৯৮৩)

(২) নিতান্ত নিরীহ ওই অরক্ষিত বৃক্ষের মতন
জন্তুর নখর লাগে দেহে প্রতিদিন
ডাল ভাঙে, পাতা ঝরে —— আসে না মঞ্জরী
বড়ো প্রতিবাদহীন সর্বসহ সময় এখন।

(স্বর্গ থেকে টেলিফোন, ১৯৮৩)

'এত প্রিয় এখন পৃথিবী' (১৯৯২) নামক আশ্চর্য কবিতার বইটিতে 'শব্দশব' নামে একটি কবিতা আছে। যখন তাঁর কেবলই অন্যতম কথা, নারীর কথা, প্রকৃতির কথা। যখন তাঁর অসুখ ধরা পড়েনি। বেশ সুস্থ ও সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী মঞ্জুষ হঠাৎ কীভাবে যে এমন আত্মপ্রতিকৃতি আঁকলেন, তা ভেবে অবাক হয়ে যাই। নিজে ভীষণভাবে অসুস্থ ছিলাম বলে কবির শেষ যাত্রায় সঙ্গী হতে পারিনি। তবে, বন্ধুদের বিবরণে যা জেনেছি, তার সঙ্গে আশ্চর্য মিল এই লেখার। দশ বছর পূর্ববর্তী সময়ে কী বুঝতে পেরেছিলেন তিনি এই আপন পরিণতি। এমন হতেই পারে যে কবি সব মানুষের শেষ পরিণতির ছবি আকঁতে চেষ্টা করেছেন।

শব্দের হাত পা আছে মাথা আছে হাড়গোড় আছে
শুধু প্রাণ নেই
রাম নাম সত্ হ্যায় গাড়ির ভিতরে
দমবন্ধ কাঁচের আড়ালে
শব্দশব শান্ত শুয়ে থাকে
নিতান্ত নিরীহ কবি সিদ্ধ কোনো সন্ন্যাসীর মতো
আঙুলের পঞ্চমুখী জবাফুল থেকে
একটু অমৃত দিলে দুরন্ত দামাল শিশু লাফ দিয়ে ওঠে
মধ্য রাতে সূর্য নীল কার্পেটের আকাশে দাঁড়ায়
কবি চলে গেলে পর
শব্দশব ফের শান্ত; অপেক্ষায় ক্লান্ত শুয়ে থাকে—
আরেক সন্ন্যাসী কবে
পূনর্জন্ম অব্যাহত করে...

সাধারণত, যে সময়সীমার কবি লিখছেন 'অথচ সে মধ্যরাতে চুম্বনে চুম্বনে শিহরিত', লিখছেন, 'হে নারী আমার প্রিয় শুয়ে আছি সমুদ্রের শান্ত বালুচরে', অথবা, লিখছেন 'প্রেমিকা তখন/হাতের সুদীর্ঘ নখে সুন্দরের বুকে/গোধুলির গলা টিপে রক্তপাত করে/চলে যায় দিব্যি হাসিমুখে' —— এই সময়কালের মধ্যে হঠাৎ লেখেন, 'শব্দশব শান্ত শুয়ে থাকে / নিতান্ত নিরীহ কবি স্নিগ্ধ কোনো সন্ন্যাসীর মতো'। এই যে আশ্চর্য বৈপরীত্য, এ-ও লক্ষ করা যায় মঞ্জুষের কবিতায়।

২০০১-এর ডিসেম্বরে যখন কবি জেনেছিলেন যে, তিনি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। মৃত্যু খুবই নিকটে এসে গেছে, তখন তাঁর আকুল আকুতি ছিল আর মাত্র তিনটি বছর বেচেঁ থাকার। কেননা, যা কিছু তিনি লিখেছেন সেগুলো সব গুছিয়ে নেবেন এবং আর কিছু না লেখা কবিতা লিখবেন। কিন্তু তাঁর এই আকুতি সকল হয় নি। দুরারোগ্য ব্যাধির কথা জানার এক বছর চারমাসের মধ্যেই তাঁকে চলে যেতে হল। অথচ, বিন্দুমাত্র ভেঙে না-পড়ে মঞ্জুষ অপ্রতিরোধ্য গতিতে লিখেছেন অনেক কবিতা। সে-সব কবিতা শুধু মৃত্যুর কথাই বলে

মৃত্যুকে যে হত্যা করে সেই ব্রহ্মা দয়া দিয়ে ধুতে
পারেনি আমাকে
তবু তাঁর ব্রহ্মপদ্ম
কণার চাঁদ আলো পড়ে থাকে ঘাসে।

(এই যে পুরবীকথা বলো, ২০০২)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com